কালীগঞ্জে বিকাশ এজেন্টের বাড়িতে দুর্র্ধর্ষ ডাকাতি, নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এক বিকাশ এজেন্টের বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। রবিবার রাত ৩ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌর এলাকার কাশীপুর গ্রামের ষ্টেশন রোডের শহিদুল ইসলাম বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

শহিদুলর ইসলাম জানায়, রবিবার রাত ৩ টার দিকে ৫/৬ জনের মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাতদল তার বাড়ির গেটের গ্রিল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে এরপর জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। অস্ত্রের মুখে আমার এবং আমার স্ত্রীকে জিম্মি করে।

এরপর ডাকাতদল প্রায় আধা ঘন্টা ধরে অবস্থান করে একে একে সকল আলমিরা থেকে ১৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং বিকাশ এজেন্ট তার ছেলে বাপ্পির বিকাশ ব্যবসার নগদ ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। তার ছেলে বাপ্পি এবং বাপ্পির স্ত্রী আত্বিয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। এ সুযোগে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে বলে জানান তিনি।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহাফুজুর রহমান মিয়া জানান, ডাকাতির খবর পেয়ে আমি এখন ঘটনাস্থলে আছি। ঘটনা জানার পর প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে এসে নৈশ প্রহরীর মৃত্যু

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এসে শুকুর আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়।

শুকুর আলী কালীগঞ্জের ঘোপপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দীনের ছেলে। তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ির একটি তেলের ফ্যাক্টরীর নৈশ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট ছিল। এছাড়া তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছিলেন।

ঢাকা থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে আসা তার ছোট ভাই খাইরুল ইসলাম জানান, তারা দুই ভাই একসাথে যাত্রাবাড়ি তীর সয়াবিন তেলের ফ্যাক্টরী তে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ গত শুক্রবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর রোববার ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে বুধবার রাত ২টায় এ্যাম্বুলেন্সে কালীগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা শিরিন লুবনা জানান, মৃত্যু ব্যক্তির কিছু করোনা উপসর্গ ছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। রেজাল্টেন জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কি হয়। তিনি আরো জানান, আমাদের মেডিক্যাল টিম ও দাফন কমিটি সাথে আছেন। দাফন কমিটি কাজ করছেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নামাজে জানাযা শেষে কবর দেয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে শুকুর আলী কাশিপুর গ্রামের যে বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িটি কি লোক ডাউন করা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এখনো লডডাউন করা হয়নি, নমুনা রেজাল্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে”।
কালীগঞ্জর থানার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোরে মারা গেছেন। তিনি বুধবার রাতে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে আসেন। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা চলছে। এছাড়া মেডিক্যাল টিম তার নমুনা সংগ্রহ করেছে।